আগামী ২৫-২৬ মে ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সফরের বিষয়ে
মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

তারিখ: ২৩ মে ২০১৮

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,
আসসালামু আলাইকুম, আদাব।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম।

০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে আগামী ২৫-২৬ মে ২০১৮ তারিখে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সফরে যাবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে আমি, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টাবৃন্দ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ ও উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সফরে যোগ দিবেন।

০৩। আলোচ্য সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২৫ মে ২০১৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে অবস্থিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ ভবন' শুভ উদ্বোধন করবেন। এ অনুষ্ঠানে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ও পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জ্জী উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। একই দিন সকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়টির নিয়মিত সমাবর্তনে Guest of Honour হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য, আলোচ্য সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে আলোচনায় বসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। সফরের শেষ দিন (২৬ মে ২০১৮) পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে অবস্থিত কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশ গ্রহণ করার কথা রয়েছে। এ সময় তাঁকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার (ডি. লিট) উপাধিতে ভূষিত করা হবে। এ অনুষ্ঠানেও পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জ্জী উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

০৪। উল্লেখ্য, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোষণমুক্ত এবং বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন- যার সুফল বাংলাদেশের সকল নাগরিক ভোগ করছেন। ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের সূত্রপাত। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংগঠিত আমাদের মুক্তি

সংগ্রামের সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম-কে আমরা ধারণ করেছিলাম আমাদের হৃদয়ে, চেতনায় ও বিশ্বাসে।

'বাংলাদেশ ভবন'-এর উদ্বোধন এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত সমাবর্তন অনুষ্ঠান:

০৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিগত ২০১০ সালে ভারত সফরের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ ভবন' নির্মাণের ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর বাংলাদেশ সফরকালে ঘোষিত যৌথ ইশতেহারে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে 'বাংলাদেশ ভবন' নির্মাণের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ ভবন'-এর নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নির্মিত এই ভবনটির নির্মাণ বাবদ প্রায় ২৫ কোটি ভারতীয় রুপি ব্যয় হয়েছে।

০৬। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ ভবন'-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে ১০ (দশ) কোটি রুপির সমতুল্য একটি এককালীন স্থায়ী তহবিলও গঠন করা হবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এই এককালীন তহবিলের অর্জিত লভ্যাংশ হতে প্রতিবছর বাংলাদেশের দশজন শিক্ষার্থীকে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে, বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সাথে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলাদেশ ভবন নির্মাণ পরবর্তী পরিচালনা কার্যক্রম সংক্রান্ত' একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে।

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল-এ বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান:

০৭। আগামী ২৬ মে ২০১৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে অবস্থিত কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার (ডি. লিট) উপাধিতে ভূষিত করবে। শোষণমুক্ত এবং বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান অবিস্মরণীয় । বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও এ সকল মূল্যবোধের ধারণা তাঁর সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে প্রচার করে গেছেন। নজরুলের সাহিত্যকর্ম পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণসহ নজরুলসৃষ্ট লেখনীর উপর অধিকতর গবেষণার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান অসামান্য। এছাড়া গণতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নীতকরণে তিনি অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। এ সকল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করবে।

০৮। এছাড়াও, উক্ত সফরকালে ২৫ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শন করবেন। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য প্রতীক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ সৃষ্টি হয়েছে এ বাড়িতে।

সফরের শেষ দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কিংবদন্তী বাঙালি নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিবিজড়িত কলকাতাস্থ নেতাজী মিউজিয়াম পরিদর্শন করবেন। উল্লেখ্য, এ সফরে পশ্চিমবঙ্গের একটি ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কলকাতায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করবে।

০৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ এবং বাংলাদেশের ব্যবসায়-বান্ধব পরিবেশের চিত্র এ সময় পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের নিকট তুলে ধরবেন। এর পাশাপাশি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে বাংলাদেশে অধিকতর বিনিয়োগের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবেন।

১০। কলকাতায় অবস্থান কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জ্জীর সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন বলে আশা করা যায়।

১১। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় এ দু'দেশের বন্ধুত্ব, পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা ও বোঝাপড়া এখন অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বলিষ্ঠ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ভারত সফর দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক দৃঢ়তর করবে এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও বিদ্যমান গতিশীল সম্পর্ককে আরো সুসংহত করবে বলে আশা করা যায়।

১২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীগণ আগামী ২৫ মে ২০১৮ তারিখে ঢাকা ত্যাগ করবেন এবং সফর শেষে, আগামী ২৬ মে ২০১৮ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।